আল্লাহ্‌কে ভূলো না

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে আমরা গিয়ে আবার ফিরে এসেছি। আল্লাহ্‌ সেখানে (ইউরোপে) আমাদের ভালো মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে আমরা আবার এখানে ফিরে এসেছি। আমরা যেন সবসময় ভালোর সাথে থাকি ইনশাআল্লাহ্‌, কারণ এটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপ, জার্মানী এবং ইংল্যান্ডে সবাই ভালো কিছু খুঁজছে। বেশীরভাগ লোকই সেখানে যায় পার্থিব কারণে। অনেকে সেখানে দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আর যখন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন তারা যা কিছুর জন্য সংগ্রাম করেছে তার সবই বিফল হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌ আমাদের এই দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি, করেছেন আখিরাতের জন্য। যখন তুমি কোথাও যাও, তা যাও জীবিকার জন্য। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিজের ঈমান বাঁচানো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিজের জীবন বাঁচানো নয়, কিন্তু নিজের আসল জীবন বাঁচানো। লোকেরা যেকোন জায়গায় বসবাস করতে পারে কিন্তু তাদের ঈমানের সাথে সেখানে বসবাস করতে হবে।

আমরা বলছি, "আল্লাহ্‌ এই লোকগুলোকে সাহায্য করুন। উনি সব জায়গার মানুষকে সাহায্য করুন।" লোকেরা ইউরোপে তাদের নাফসেরও অনুসরণ করে, কিন্তু লোকেরা এখানেও (তুরস্কে) নাফসের অনুসরণ করে। অনেক সময় নাফস যা খুশী তাই করে এবং তবুও স্বাচ্ছন্দ্যেই চলতে পারে। কিন্তু আমাদের নাফসকে সেই অনুমতই দেয়া উচিৎ নয়। এখানে (তুরস্কে), সেখানে (ইউরোপে) এবং সবখানেই তুমি যেখানেই যাও সেখানেই আল্লাহ্‌র সাথে থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভূলো না।

আল্লাহ্‌র নিয়ামাত আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার কর, শয়তানের জন্য নয়। আল্লাহ্‌ তোমাকে সবকিছু দিয়েছেন। তোমার হাত, চোখ এবং তোমার স্বাস্থ্য ভালো অবস্থায় আছে। এগুলো বিশাল নিয়ামাত, তাই চল আমরা এগুলো আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করি। যদি পুরো পৃথিবীও তোমার হয় কিন্তু তোমার কোন ঈমান না থাকে, সেভাবে আখিরাত হারানো অর্থহীন হবে। সেখানে (ইউরোপে) এবং এখানে (তুরস্কে) আল্লাহ্‌রই রাজত্ব। আল্লাহ্‌ সবখানেই। আল্লাহ্‌কে ভূলো না। আমাদের উনাকে মন থেকে সরানো উচিৎ নয়।

সেখানে মানুষেরা আমাদের ভালোভাবে স্বাগতম জানিয়েছে, তারা খুশী হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা

বৃদ্ধি পাচ্ছে, আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া। আল্লাহ্‌ই জানেন ধীরে না দ্রুতগতিতে, কিন্তু শেইখ মাওলানার রুহানী মাদাদে অনেক অগ্রগতি হচ্ছে সেখানে মাশাআল্লাহ। এর কারণ তাদের আর কোন শাখা বা ফিরকা নেই ধরার জন্য। তারা অবিশ্বাসের মাঝখানে আছে। তাই তারা যখন একটি আলো দেখতে পায়, নূর দেখতে পায়, তারা সেদিকে দৌঁড়ায়। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের এসব আলো থেকে বঞ্চিত না করেন এবং তিনি যেন আমাদের তারিকাত বৃদ্ধি করেন, ইনশাআল্লাহ্‌।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৮ মার্চ ২০১৬/১৯ জুমাদ আল-আখির ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।